তারিখ 07 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঝালকাঠিতে ডিজিটাল পদ্ধতির শিক্ষা থেকে বঞ্চিত লাখো শিক্ষার্থী

■ ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠিতে কাজে আসছে না স্কুল-কলেজের মাল্টিমিডিয়ার সরঞ্জাম। জেলার প্রায় শতভাগ প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ল্যাব থাকলেও নেই দক্ষ শিক্ষক। ফলে ডিজিটাল এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেলার লাখ শিক্ষার্থী। জানা গেছে, জেলায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩১টি। এরমধ্যে ২৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম আর ১৬টি প্রতিষ্ঠানে আছে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব। জেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৯ হাজার ২৪৪ জন। সরেজমিনে দেখা গেছে, মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল ল্যাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্লাস করতে আগ্রহী সব শিক্ষার্থীই। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এগুলোর ব্যবহার হয় না। তালাবদ্ধ থাকে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ল্যাব বা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। জেলার অল্প সংখ্যক স্কুল-কলেজে মাল্টিমিডিয়া বা ল্যাব চালু থাকলেও তাও নামমাত্র। প্রতিদিন একটি করে সব শ্রেণির শিক্ষার্থীর ক্লাস পাওয়ার কথা থাকলেও সপ্তাহ অন্তরও জোটে না। ফলে চরমভাবে হতাশা প্রকাশ করেছে অসংখ্য শিক্ষার্থী।

ঝালকাঠি সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক তৌহিদ হোসেন খান বলেন, শিক্ষকদের বেশিরভাগেরই আইসিটির অভিজ্ঞতা না থাকায় ক্লাস করানো যাচ্ছে না। প্রতি স্কুল বা কলেজের দুই একজন করে শিক্ষককে সরকারিভাবে মাত্র ১৪ দিনের আইসিটির একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্লাস নেওয়া বা মাল্টিমিডিয়া চালানোর জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। সকল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আওতায় না আনলে ডিজিটাল পদ্ধতির এ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় বলেন তিনি। ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মিতু আক্তার বলেন, সাইন্সের বিভিন্ন বিষয় মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। কিন্তু আমরা সপ্তাহে তো দূরের কথা মাসেও একটি ক্লাস পাই না। দশম শ্রেণির ছাত্র সুমন শেখ বলেন, আমাদের সবারই ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে ডিজিটাল ল্যাব বা মাল্টিমিডিয়ার ক্লাস করতে। কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার সরঞ্জামের স্বল্পতা ও ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় আমরা এ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

ঝালকাঠি সরকারি হরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ সাহা বলেন, শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহের কারণে স্কুলের নিজ খরচে আমরা দুইজন আইসিটির সহযোগী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, সরঞ্জাম আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না থাকায় প্রতিদিন সব শ্রেণির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির এ ক্লাস করানো সম্ভব হচ্ছে না। ঝালকাঠি সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একে এম সালেহউদ্দিন জানান, শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ঝালকাঠী: শিক্ষক সংকটে অলস পড়ে থাকা মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী —ইত্তেফাক